একমাত্র সরকারী জাহাজ নির্মাণ কারখানা খুলনা শিপইয়ার্ড আবার লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত

আবু হেনা মুক্তি ঃ বিগত দেড় যুগ ধরে শিল্পনগরী খুলনা এলাকায় লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে একের পর এক শিল্পকারখানা বন্ধ হচ্ছে। সেখানে দেশের একমাত্র সরকারী জাহাজ নির্মাণ কারখানা খুলনা শিপইয়ার্ড অবশেষে লোকসানের বোঝা কাটিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এটা দেশ ও জাতির জন্য রীতিমত আলোর ইশারা। হলফ করে বলা যায় বিষয়টি সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টাদের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক বা দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার সঙ্গে দক্ষ ব্যবস্থাপনা একটি প্রতিষ্ঠানকে যে সাফল্য এনে দিতে পারে খুলনা শিপইয়ার্ড তার একটি বড় প্রমাণ। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ডের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জাহাজ ও নানা ধরনের নৌযান তৈরী ও মেরামতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজও নির্মাণ করছে এ প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৫৪ সালে খুলনা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে রূপসা নদীর পাড়ে খুলনা শিপইয়ার্ড স্থাপনের কাজ শুরু হয়। প্রায় ৬৯ একর জমির উপর নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৫৭ সালের ২৩ নভেম্বর। বিভিন্ন প্রকার নৌযান ভারি প্রকৌশলী সরঞ্জামাদি তৈরী ও মেরামতের কাজ দিয়েই খুলনা শিপইয়ার্ডেও যাত্রা শুরু হয়। ধীরে ধীরে এ প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি আরো সম্প্রসারিত হতে থাকে। তাদের নির্মাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় অয়েল ট্যাঙ্কার, সার-বীজ পরিবহন কার্গো, বার্জ, কৃষি সেচ পাম্পসহ বিভিন্ন সামগ্রী। এসব নির্মাণ কাজ করে খুলনা শিপইয়ার্ড যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত খুলনা শিপইয়ার্ড লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল।

কিন্তু ১৯৮৫ সালের শেষ দিকে এসে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সুনাম-সুখ্যাতি ক্রমে ক্রমে ম্লান হতে শুরু করে। স্লিপওয়ে ক্যারেজ ভেঙ্গে পড়ার কারণে লাভজনক এ প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন কাজের গতি কমে আসে। আস্তে আস্তে খুলনা শিপইয়ার্ড অর্থনৈতিক অবস্থাও নাজুক হয়ে পড়ে। শিপইয়ার্ডে তৈরী বা মেরামতের জন্য আসা বিভিন্ন জাহাজ সময়মত ডেলিভারি দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাহাজ ডেলিভারি দিতে না পারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তখন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এক দিকে আয় কমে যায়, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা ড্যামারেজ দিতে গিয়ে আর্থিক সংকট আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া ব্যাংকের দায় দেনা বাড়তে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারিদের পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির দায় দেনার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এক সময় এর পরিমাণ দাঁড়ায় অর্ধশত কোটি টাকারও বেশি।

এমন এক পরিস্থিতে সরকার দেশের একমাত্র জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা খুলনা শিপইর্য়াড লিমিটেডকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ১৯৯৯ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ বছরের মে মাসে খুলনা শিপইয়ার্ডকে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর হাতে দেয়া হয় এবং অক্টোবরে আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা শিপইয়ার্ডের সমস্ত দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় নৌ বাহিনীকে। বিভিন্ন কারণে ইতিপূর্বে যে সমস্ত কাজ আটকে ছিল নৌ বাহিনী দায়িত্ব নেয়ার পর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেসব কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে। পরে ঐ কাজগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়। এভাবে নৌ বাহিনীর দক্ষ ব্যবস্থপনা ক্রমানয়ে খুলনা শিপইয়ার্ড দেউলিয়া দশা থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে। বদলে যায় পুরতন চেহারা। কর্মচাঞ্চল্য হয়ে ওঠে গোটা শিপইয়ার্ড এলাকা। দক্ষ ব্যবস্থপনা ও পরিচালনার ফলে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড আবার ফিরে পায় হারানো গৌরব। সাফল্য আসে খুলনা শিপইয়ার্ডের কর্মকাণ্ডে।

নৌ বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণের নয় বছরের মধ্যে রুগ্ন ও লোকসানি এ প্রতিষ্ঠানটি দায়-দেনা কাটিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখানে সেনা, নৌ, বিডিআর, কোস্টগার্ড, বিআইডাব্লিউটি বিভিন্ন বন বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নানা ধরনের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করা হয়। পন্টুন তৈরী, ওভার ব্রিজ নির্মাণ এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বড় যন্ত্রাংশ তৈরী করা হচ্ছে। এ ছাড়া স্টীল পাইপ ও কাঠামো, সুগার মিল এবং বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী এবং যাবতীয় ঢালাইয়ের কাজও করা হয় এখানে। শুধু তাই নয় কাঠের কারুকাজ, ফার্নিচারের কাজ ছাড়াও ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক নানা

সামগ্রীও তৈরীর কাজ এ শিপইয়ার্ড করা হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে ৬'শ থেকে সাড়ে ৭'শ নতুন জাহাজ নির্মাণ করেছে খুলনা শিপইয়ার্ড। এ সময়ে মেরামত করা হয়েছে ছোট-বড় ২ সহস্রাধিক জাহাজ। নৌবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ৯ বছরে ২ শতাধিক বিভিন্ন ধরনের নৌযান নির্মাণ করেছে। খুলনা শিপইয়ার্ড সরকারী দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন দুইটি টাগবোট নির্মাণ করে। গত বছরও অপর একটি সংস্থার জন্য একটি অ্যালুমিনিয়াম ফাস্ট পেট্রোল বোট তৈরী করে।

নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হওয়ার পর খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড যাবতীয় দায়-দেনা কাটিয়ে উঠেছে। এখন এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ট্যাক্স, ভ্যাট, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, সিটি কর্পোরেশন বিবিধ কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি এখন বিপুল পরিমাণ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। খুলনার অসংখ্য রুগ্ন শিল্প কারখানার মধ্যে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুলনা শিপইয়ার্ড এখন এ অঞ্চলের মধ্যে একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত। কাজের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যে উত্তম সেবা, উন্নতমান, নির্ভরযোগ্যতা, সুষ্ঠু ও নিখুঁত কাজ এবং নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করার মাধ্যমে সন্তুষ্ট অর্জনের মধ্যদিয়ে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড গত প্রায় নয় বছর ধরে ধাপে ধাপে আজ সাফল্যের এই পর্যায়ে এসেছে।

নৌ বাহিনী প্রধান ও খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর চেয়ারম্যান গত ১১ জুন অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড অচিরেই জাহাজ নির্মাণ ও কারিগারি দক্ষতায় এশিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।